

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

'লোক' কথাটিকে আমরা সাধারণত মানুষ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে লোক হলো গ্রাম্যতা দুটো সমাজের দিচের তলার খেটে খাওয়া মানুষ যারা তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলনে গ্রামীণ ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

এই লোকের যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তা হলো -

- 1) এরা সাধারণত নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হন।
- 2) মানবসভ্যতার এক শ্রেণীবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় এদের সংস্কৃতির জন্ম হওয়ায়, এরা পরম্পর নির্ভরশীল ও নিবিড় সরিষিষ্ট।
- 3) এদের জীবন ব্যবস্থা মূলতঃ ঐতিহ্যমুখী।
- 4) মূলতঃ কুর্ষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাতেই এদের অবস্থান।
- 5) ব্যক্তি চেতনা নয় মূলত সমষ্টি চেতনার উপরই এদের মূল্য নির্ধারিত হয়।

বস্তৃত মানুষের জীবনকে শোভন সুসামঞ্জস্য ও গ্রীমখিত করে তোলার জন্য যে সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাকেই বলা হয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি মানব জীবনকে কেন্দ্র করে পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। দীর্ঘ ঐতিহ্যশালী মানব জীবনের বাস্তব প্রয়োজনেই এই সংস্কৃতি ধারার সূত্রপাত। অন্যভাবে বলা যায় ঐতিহ্যশালী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, সংস্কার, চিন্তা, আচার-আচরণ, বাসস্থান, শোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব অনুষ্ঠানাদি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে পড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হলো লোকসংস্কৃতি। দেশী বিদেশী বহু সমালোচক বিভিন্নভাবে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। 1982 খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেঙ্কফার্ট মাসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে 22 টি দেশের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ দ্বারা গৃহীত যে প্যারিস বৈঠক হয়েছিল তাকে ফোকলোর(ইংল্যান্ডের ঐতিহ্য সচেতন পণ্ডিত উইলিয়াম থমস্ 1846 গ্রামীণ অশিক্ষিত জনগণের সংস্কৃতির অর্থে 'ফোক' ও 'লোর' শব্দ দুটিকে ব্যবহার করেন) এর বিজ্ঞান ভিত্তিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে -

'Foklore is a group oriented and based creation or groups or individuals reflecting the expectations of the community as an adequate expression of its cultural and social identity, it's standards and values are transmitted orally, by initiation or by other means. It forms include, among other, language, literature, music, fance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts.'

লোকসংস্কৃতিবিদগ মূলত লোকসংস্কৃতি কে দেখেছেন-

- 1) লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সেতুবন্ধন হিসেবে।
- 2) লোকসমাজে পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে।

এই সকল লোক বিজ্ঞানীদের সেওয়া তথ্য থেকে মোটামুটি বোঝা যায় যে সহজ-সরল শিশুসুলভ মানসই হল লোকসংস্কৃতির লীলাভূমি।